১৬/৮/২০০১

[illegible]

তারিখ ……
পৃষ্ঠা …… কলাম ……

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত ও সুস্থ পরিবেশ প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টানা ১৫ দিন লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটে পর ছাত্ররা গত রবিবার ধর্মঘট স্থগিত করিয়াছে এবং সোমবার হই পুনরায় সকল বিভাগের ক্লাসসহ প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু হইয়াছে ইত্তেফাকের এক খবরে আরও প্রকাশ, দলমত নির্বিশেষে আবাসিক সক প্রকৃত ছাত্র নেতা-কর্মীদের আবাসিক হলগুলিতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ধর্মঘট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের রিপোর্টা জানাইয়াছেন, ধর্মঘট স্থগিতের এই ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ হাজা ছাত্র-ছাত্রীর মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। ১৬ই আগস্ট হইতে যথারীতি পরীক্ষা শুরু হইবে। উল্লেখ্য যে, একটি ছাত্র সংগঠন গত ২৯শে জুলা হইতে সহঅবস্থান সহ অন্যান্য দাবীতে এই ধর্মঘট শুরু করে। প্রকাশ গত রবিবার প্রশাসনিক ভবনে ভিসির সভাপতিত্বে ৮ সদস্য বিশি কমিটির সঙ্গে বিবদমান প্রধান দুইটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবর্গ এক সঙ্গে বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, আবাসিক সকল প্রকৃত ছাত্র নেতা কর্মীদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে হলে উঠানো হইবে।

বৈঠক শেষে বিবদমান ছাত্র সংগঠনের একটি পক্ষ অবশ্য এই মর্মে ঘোষণা দিয়াছে যে, যদি ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ন করে তবে তাহারা আবার ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হইবে। উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলিতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল এবং সেশনজটও কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আবারও অশান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। দুঃখজনক এই যে, ছাত্র সংগঠনগুলি সময়ের ধারায় এখন আদর্শবান ও রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। পরিচালিত হয় সন্ত্রাসী ক্যাডারদের দ্বারা। ইহারা হল ও ক্যাম্পাসে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ছাত্র ও অছাত্র সশস্ত্র ক্যাডারদের পোষণ ও সংরক্ষণ করে। ফলে ছাত্র রাজনীতি সময়ের ধারায় এখন সশস্ত্র ক্যাডার নির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ইহাদের পোষক ও সমর্থক বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে কখনই সর্বতোভাবে সক্ষম হইতেছে না।

অনস্বীকার্য যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে এক নয়, একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান সমস্যা যেহেতু আইন-শৃঙ্খলা, সে জন্য অস্ত্রবাজ ক্যাডার– তাহারা যে দলেরই হউক তাহাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যাহাতে কোন অস্ত্রের অনুপ্রবেশ না ঘটে তাহার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। তৃতীয়ত বৈধ ছাত্র যাহারা, তাহারা যে দলের হউক বা নির্দলীয় হউক– তাহাদের হলে নিরাপদ বসবাসের নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোন পুলিশ বাহিনী বা পুলিশী ব্যবস্থা নাই। অপরদিকে ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডারদের নেটওয়ার্ক এতই শক্তিশালী যে, পুলিশের আগমনের পূর্বেই তাহারা সংবাদ পাইয়া যায় এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাথীদের তাহা জানাইয়া দেয়। পুলিশ তাহাদের কিছুই করিতে পারে না।

সবই সত্য, তারপরও আমাদের বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভাগ এ ব্যাপারে একমত হইলে এবং একে অপরকে যথাযথ সহযোগিতা করিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত করা অসম্ভব কিছুই নহে। এখন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। সুতরাং এই নির্দলীয় সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সমাধান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার পরিবেশ সন্ত্রাসমুক্ত ও স্বাভাবিক করিতে পারেন। এ বিষয়ে তাহাদের সকল তৎপরতায় ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃবর্গ সকল রকম সহযোগিতা প্রদান করিবেন ইহাই প্রত্যাশিত। ■